

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

## ‘খোদার পথে জীবন উৎসর্গকারীরা মৃত নয় বরং জীবিত’

সৈয়দনা হযরত আমীরুল মুমিনীন খলীফাতুল মসীহ আল্ খামেস (আই:) কর্তৃক লন্ডনের বাইতুল ফুতুহ্ মসজিদে ১২ই সেপ্টেম্বর, ২০০৮-এ প্রদত্ত জুমুআর খুতবার সারাংশ উপস্থাপিত হচ্ছে।

তাশাহুদ, তা’উয ও সূরা ফাতিহা পাঠের পর হুযূর পবিত্র কুরআনের সূরা আল্ বাকারার নিম্নোক্ত আয়াতসমূহ পাঠ করেন,

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اسْتَعِينُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ إِنَّ اللَّهَ مَعَ الصَّابِرِينَ (১৫৪)  
وَلَا تَقُولُوا لِمَنْ يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ بَلْ أحيَاءٌ وَلَكِنْ لَا تَشْعُرُونَ (১৫৫)  
وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنْفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ  
الصَّابِرِينَ (১৫৬)

الَّذِينَ إِذَا أَصَابَتْهُمُ مُصِيبَةٌ قَالُوا إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ (১৫৭)  
أُولَئِكَ عَلَيْهِمْ صَلَوَاتٌ مِنْ رَبِّهِمْ وَرَحْمَةٌ وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُهْتَدُونَ (১৫৮)

অর্থ: ‘হে যারা ঈমান এনেছ! তোমরা ধৈর্য ও নামাযের মাধ্যমে সাহায্য প্রার্থনা কর, নিশ্চয় আল্লাহ্ ধৈর্যশীলদের সাথে আছেন। এবং যারা আল্লাহ্র পথে নিহত হয় তাদের সম্বন্ধে বলো না যে তারা মৃত; বরং তারা জীবিত কিন্তু তোমরা উপলব্ধি করতে পারছো না। এবং নিশ্চয় আমরা তোমাদেরকে ভয়-ভীতি ও ক্ষুধা এবং ধন-সম্পদ, প্রাণসমূহ এবং ফলফলাদির ক্ষতির মাধ্যমে পরীক্ষা করবো; এবং তুমি ধৈর্যশীলদেরকে সুসংবাদ দাও। যারা, তাদের উপর বিপদ আসলে বলে, নিশ্চয় আমরা আল্লাহ্রই, এবং নিশ্চয় আমরা তাঁরই দিকে প্রত্যাবর্তনকারী। এরাই ঐসব লোক যাদের প্রতি তাদের প্রভুর পক্ষ থেকে আশিস এবং রহমতসমূহ বর্ষিত হয় আর এরাই হেদায়াতপ্রাপ্ত।’

হুযূর বলেন, এ আয়াতগুলোর তেলাওয়াত শুনে আপনারা হয়তো কিছুটা অনুমান করতে পারছেন যে, সম্প্রতি পাকিস্তানে দু’জন নিষ্ঠাবান ও নিবেদিত প্রাণ আহমদীর শাহাদতের বরাতে আজ কিছু বলবো।

এ আয়াতগুলোতে আল্লাহ্ তা’লা মু’মিনদেরকে সতর্ক করেছেন যে দেখ, ঈমানের পথ বড় বন্ধুর; বিপদ আসবে, তোমাদেরকে পরীক্ষায় ফেলা হবে কিন্তু তোমাদেরকে ধৈর্যের সাথে এগোতে হবে। আর এ পরীক্ষা যখন আসে তখন পার্থিব কোন সাহায্যের মুখাপেক্ষী হবে না বরং যতই বিপদ আসুক না কেন কেবলমাত্র খোদার সম্মুখেই সমর্পিত হবে। বিপদ এলে একজন সত্যিকার মু’মিনের দৃষ্টি ধৈর্য ও প্রার্থনার প্রতি নিবদ্ধ হওয়া আবশ্যিক।

হুযুর বলেন, আজ আমাদেরকে শারীরিক কষ্টের পাশাপাশি মানসিক ও আধ্যাত্মিক কষ্ট দেয়া হচ্ছে। আমাদেরকে কলেমা পাঠ করতে দেয়া হচ্ছে না। স্বাধীনভাবে আমরা নিজেদের ধর্ম-কর্ম পালন করতে পারছি না। এমন অবস্থায় আমাদেরকে খোদার সমীপে অধিক বিনত হতে হবে এবং খোদা, রসূল ও যুগ মসীহর বাণীকে পৃথিবীর প্রান্তে প্রান্তে পৌঁছানোর মত পবিত্র কাজ অব্যাহত রাখতে হবে। যারা ধর্মের খাতিরে নিজেদের প্রাণ বিসর্জন দেন তাদের সম্পর্কে আল্লাহ তা'লা বলেন, এরা মৃত নয় বরং লক্ষ কোটি মানুষের মাঝে এরা ঈমানী উদ্দীপনা সৃষ্টি করেন। আল্লাহ বলেন, শত্রু তোমাদের প্রাণ হরণের জন্য তোমাদের উপর আক্রমণ করে বা তোমাদেরকে জনবলের দিক থেকে দুর্বল করতে চায়। কিন্তু যদি খোদা তোমাদের সাথে থাকেন তাহলে একজন বা গুটিকতক মানুষের হত্যা কোনভাবেই আধ্যাত্মিক জামাতের দুর্বলতার কারণ হয় না। খোদা তা'লা অধিপতি! তাঁর কারণে যদি কেউ এই নশ্বর প্রাণ কেড়ে নেয় এর বিনিময়ে তিনি পরকালে একটি অনন্ত জীবন দান করেন, শহীদের নিজের পদমর্যাদা উন্নীত হতে থাকে আর একই সাথে বহুকাল ধরে মু'মিনদের মাঝে ঈমানী প্রেরণা সৃষ্টির কারণ হয়। শাহাদত আধ্যাত্মিক জামাতের সদস্যদের সাহস বৃদ্ধি করে, নতুনভাবে তাদের মাঝে প্রাণ সঞ্চর করে এবং তাদের আধ্যাত্মিক উন্নতি হয়। তাঁরা নির্ভিকভাবে শত্রুর সামনে দাঁড়ান আর বীরদর্পে সম্মুখ সমরে এগিয়ে যান আর ঘোষণা করেন, আমরা খোদার রাস্তায় উৎসর্গ হতে প্রস্তুত, তোমাদের সাকুল্য শক্তি দিয়ে আমাদেরকে অবদমিত করার চেষ্টা করো কিন্তু জেনে রাখো যে, ব্যর্থতা বৈ তোমাদের নিয়তিতে আর কিছুই নেই।

সম্প্রতি ডা: আব্দুল মান্নান সিদ্দিকী সাহেবের শাহাদতের ঘটনার পর অনেকেই মৌখিক ও লিখিতভাবে আমাকে জানিয়েছেন যে, 'যদি কোন স্থানে রক্তের প্রয়োজন হয় তাহলে আমরা তার জন্য প্রস্তুত। তাঁরা লিখেন, কোন স্থানে যদি আহমদীর রক্তের প্রয়োজন হয় তাহলে আমাদেরকে সেই সুযোগ দেয়া হোক।' ডা: মান্নান সিদ্দিকীর আকাংখা ছিল আন্তরিক আর তিনি খোদার দৃষ্টিতে শাহাদতের যোগ্য বিবেচিত ছিলেন বলেই খোদা তা'লা তাঁকে অমর জীবন দান করেছেন। আল্লাহ তা'লার পক্ষ থেকে পবিত্র কুরআনে স্পষ্ট ঘোষণা: খোদার পথে মৃত ব্যক্তি মৃত নয় বরং জীবিত। এ ধরাধাম থেকে সবাইকে বিদায় নিতে হবে, মৃত্যুর পেয়ালা পান করতে হবে সবাইকে, কেউ অমর নয় কিন্তু শাহাদাতের ফলে মানুষ তাৎক্ষণিকভাবে যে পদমর্যাদা লাভ করে তা অন্যদের সহজে লাভ হয়না বরং সে সৌভাগ্যের জন্য তাদেরকে এক সুদীর্ঘ কাল অপেক্ষা করতে হয়।

পবিত্র কুরআন, হাদীসের আলোকে হুযুর শহীদের মোকাম ও মর্যাদা সম্পর্কে বিশদ আলোচনা করেন। এক হাদীসে এসেছে, আলাহ তা'লার দৃষ্টিতে একজন শহীদের ছয়টি অনুপম বৈশিষ্ট্য রয়েছে। ১. রক্তের প্রথম ফোটা ঝরার সাথে সাথে তাকে ক্ষমা করে দেয়া হয়। ২. তিনি জান্নাতে নিজের অবস্থান স্পষ্ট ভাবে দেখতে পান। ৩. তাকে কবরের আযাব থেকে নিরাপত্তা দেয়া হবে। ৪. তিনি চরম উদ্ভিগ্নতা থেকে নিরাপত্তা লাভ করবেন। ৫. তার মাথায় সম্মান ও গৌরবের এমন এক মুকুট পরানো হয় যার সামনে পার্থিব সকল মনিমুক্তা বা পদ্মরাগমনি অর্থহীন। ৬. এবং তাকে সত্তরজন নিকটাত্মীর পক্ষে সুপারিশ করার অধিকার দেয়া হবে।'

হুযূর বলেন, ‘أَحْيَاءُ’ শব্দটি ‘হাই’ শব্দের বহুবচন। এর অর্থ হচ্ছে, এমন জীবন লাভ যার কর্ম কখনো বৃথা যায় না। أَحْيَاءُ এর আর একটি অর্থ হচ্ছে, এমন ব্যক্তি যার প্রতিশোধ নেয়া হবে। খোদা শহীদের প্রতিটি রক্তবিন্দুর প্রতিশোধ নিয়ে থাকেন তাই আমরা ভীত নই। পূর্বেও ধর্মের সম্মান রক্ষার জন্য মু’মিনরা প্রাণ বিসর্জন দিয়েছেন এখনও দিতে প্রস্তুত। কিন্তু যারা প্রাণ দিয়েছেন তাদের রক্ত কোনদিন বৃথা যায়নি আজও ধর্মের খাতিরে প্রদত্ত আহমদীদের রক্ত বৃথা যাবে না। কারণ আল্লাহ তা’লা পবিত্র কুরআনে মু’মিনদের বিভিন্ভাবে পরীক্ষা করার কথা বলেছেন। সবশেষে বলেছেন যারা পরীক্ষার সময় ঈমানী দৃঢ়তা দেখাবে, ধৈর্য্য প্রদর্শন করবে তাদের জন্য সুসংবাদ অর্থাৎ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ অর্থ: ধৈর্য্যশীলদের শুভ সংবাদ দাও।

হুযূর বলেন, আজ শত্রুরা যদি দু’একজন আহমদীকে শহীদ করে খোদার এই মনোনীত জামাতের অগ্রযাত্রাকে প্রতিহত করার পায়তারা করে তাহলে আমরা বলবো এটি তাদের অলীক স্বপ্ন মাত্র। আমাদের অগ্রযাত্রাকে তারা বাঁধাগ্রস্ত করতে পারবে না আর কোনদিন পারেওনি। তোমরা এমন নির্বোধ যে, মুসলমান হওয়ার দাবী করা সত্ত্বেও কুরআনের অমোঘ ঘোষণার প্রতি দৃষ্টি দাও না। আল্লাহ তা’লা বলেন:-

وَمَنْ يَقْتُلْ مُؤْمِنًا مُتَعَمَّدًا فَجَزَاؤُهُ جَهَنَّمُ خَالِدًا فِيهَا وَغَضِبَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَلَعْنَةُ وَأَعَدَّ لَهُ عَذَابًا عَظِيمًا

অর্থ: ‘এবং কেউ ইচ্ছাকৃতভাবে কোন মু’মিনকে হত্যা করলে তার প্রতিফল হবে জাহান্নাম, যাতে সে বসবাস করতে থাকবে, আল্লাহ তার প্রতি ক্রোধ বর্ষণ করবেন, তিনি তাকে অভিসম্পাত করবেন এবং তার জন্য মহা আযাব প্রস্তুত করে রেখেছেন।’ (সূরা আন নিসা:৯৪)

হাদীসে এসেছে, ‘এক যুদ্ধে হযরত ওসামা বিন য়ায়েদ এবং অন্য একজন আনসারী এক কাফিরের পিছু ধাওয়া করেন। ধরা পড়ার পর সে কাফির কলেমা পাঠ করে। আনসারী সাহাবী কিছু না বললেও ওসামা (রা:) তাকে হত্যা করেন। যুদ্ধ থেকে ফিরে এ ঘটনা যখন মহানবী (সা:)-এর কাছে বিবৃত করা হয় তখন তিনি (সা:) বলেন, ‘লা ইলাহা পাঠ করার পরও তুমি তাকে হত্যা করলে? ওসামা (রা:) বলেন, সে-তো মৃত্যুভয়ে কলেমা পড়েছে! মহানবী (সা:) বলেন, তুমি কি তাঁর বুক টিড়ে দেখেছিলে যে, সে তরবারির ভয়ে কলেমা পাঠ করেছে? একথা শুনে ওসামা (রা:) বলেন, আমি ভাবলাম এ ঘটনার পূর্বে যদি আমি মুসলমান না হতাম তাহলেই ভাল হতো।’ অন্য হাদীসে আবু মূসা আশআরী (রা:) বলেন, ‘মহানবী (সা:) বলেছেন; যে ঘোষণা করে যে ‘আল্লাহ ছাড়া কোন উপাস্য নেই আর মুহাম্মদ (সা:) তাঁর রসূল’ তার ধন-সম্পদ ও প্রাণ সম্মানযোগ্য।’

হুযূর বলেন, আজ আহমদীদের উপর অপবাদারোপ করা হয় যে, আমরা নাকি মহানবী (সা:)-কে মানি না, আহমদীরা নাকি খাতামান্নবীঈন-এ বিশ্বাসী নয় অথচ আহমদীরা যেভাবে খাতামান্নবীঈন-এ বিশ্বাস করে বা এর মর্ম বুঝে অন্যরা তার সহস্র ভাগের একভাগও বুঝেনা; তা সত্ত্বেও বলে যে আহমদীরা হত্যা যোগ্য।

হযরত মসীহ মওউদ (আ:) একস্থানে বলেন, ‘সেই ইনসান যিনি সর্বাপেক্ষা কামেল বা পরিপূর্ণ মানব এবং প্রকৃত অর্থেই যিনি ইনসানে কামেল এবং কামেল নবী যাঁর মাধ্যমে আধ্যাত্মিক অভ্যুত্থান ও পুনরুত্থান সংঘটিত হওয়ায় পৃথিবীতে প্রথম কিয়ামত সংঘটিত হয়েছে এবং মৃত জগৎ পুনরায় জীবন্ত হয়ে উঠেছে, সেই কলাণমণ্ডিত নবী হচ্ছেন, হযরত খাতামুল আন্দিয়া ইমামুল আসফিয়া জনাবে মুহাম্মদ মুস্তফা (সা:)। হে আমাদের খোদা! তুমি সেই প্রিয়তম নবীর উপর

রহমত ও দরুদ বর্ষণ করো যা তুমি পৃথিবীর আদিকাল থেকে অদ্যাবধি অন্য কারো উপরেই বর্ষণ করো নি।’

হুযূর বলেন, এরা যে কাজ করছে, আর প্রচার মাধ্যমে যা প্রচার করে বেড়াচ্ছে তা খোদা এবং তাঁর রসূল কর্তৃক কোন ভাবে সমর্থিত নয় কিন্তু পরিতাপের বিষয় হলো তাদের নামে (খোদা ও রসূল) এই অন্যায় করা হচ্ছে। হে অত্যাচারীরা! আহমদীদের উপর নির্যাতন করা থেকে বিরত হও। যে খোদা কাল ধৃত করেছেন আজও তিনি সক্রিয়।

আল্লাহ্ বলেন **أَمَلِي لَهُمْ إِنَّ كَيْدِي مَتِينٌ** (সূরা আল্ আ'রাফ:১৮৪) অর্থ: ‘আমি তাদেরকে অবকাশ দিতেছি, নিশ্চয় আমার কৌশল সুদৃঢ়।’ তাঁর প্রদত্ত অবকাশকে বিজয় মনে করো না। জামাতে আহমদীয়া খোদার নবীর শিক্ষা মোতাবেক ধৈর্য ধারণ করছে। যেখানে ধৈর্যশীলদের জন্য খোদার পক্ষ থেকে সুসংবাদ রয়েছে সেখানে তোমরা আমাদের কি-ই বা ক্ষতি করতে পার। জামাত দু:খ-কষ্ট সহ্য করছে এর ফলে যেখানে ব্যক্তিগতভাবে মানুষের আধ্যাত্মিক উন্নতি হচ্ছে সেখানে সামগ্রিকভাবেও জামাতের উন্নতি হচ্ছে। জামাতকে নসীহত করতে গিয়ে হুযূর বলেন, যখনই কোন চরম বিপদ আসে তখন খোদার শিক্ষা মোতাবেক মুখ থেকে যেন **إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ** শব্দ নির্গত হয়। হযরত মসীহ্ মওউদ (আ:) বলেন, ‘যারা দৃঢ়চিত্ততা প্রদর্শন করে তারাই মূলত: খোদার নিয়ামত ও পুরস্কার লাভ করে।’ আল্লাহ্ তা’লা ইলহামে হযরত মসীহ্ মওউদ (আ:)-কে বলেছেন, **إِنَّا**

**إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ** (ইন্না ফাতাহ্না লাকা ফাতাহাম মুবীনা) নিশ্চয় আমরা তোমাকে এক সুস্পষ্ট বিজয় দান করেছি। যদি ঈমানে দৃঢ় হও এবং অবিচল থাক তাহলে এই ইলহাম তোমাদের পক্ষেও পূর্ণ হবে। আজ জামাত যে কষ্টের সম্মুখিন হচ্ছে এর পিছনেও বিজয়ের ধ্বনি প্রতিধ্বনিত হচ্ছে। খোদা তা’লা কোন অবস্থাতেই শত্রুকে উল্লাসে মেতে উঠার সুযোগ দেবেন না। প্রতিটি শাহাদতের পর জামাত উন্নতি করেছে আর আজও করবে, ইনশাআল্লাহ্। আল্লাহ্ তা’লা পবিত্র কুরআনে বলেন, **فَأَخَذَهُمُ اللَّهُ بِذُنُوبِهِمْ وَمَا كَانَ** **لَهُمْ مِنَ اللَّهِ مِنْ وَاقٍ** (সূরা আল্ মো'মেন:২২) অর্থ: ‘কিন্তু আল্লাহ্ তাদের পাপের জন্য তাদেরকে ধৃত করেছেন, এবং আল্লাহ্ প্রদত্ত শাস্তি হতে তাদেরকে রক্ষা করার মত কেউ ছিল না।’ হুযূর বলেন, এ আয়াতে অত্যাচারীকে শাস্তি দেয়ার ঐশী প্রতিশ্রুতি আমরা পূর্বেও পূর্ণ হতে দেখেছি আর এখনও দেখবো ইনশাআল্লাহ্। এইসব ত্যাগী ভাইদের উন্নত গুণাবলীকে কখনই বিস্মৃত হতে দেবেন না বরং তা অবলম্বন করার চেষ্টা করুন।

খুতবার শেষাংশে হুযূর আনোয়ার (আই:) দু’জন শহীদের সংক্ষিপ্ত পরিচয় ও সেবামূলক কর্মের কথা উল্লেখ করেন। সম্প্রতি সিন্ধু প্রদেশের মিরপুর খাছ জামাতের আমীর এবং বিশিষ্ট চিকিৎসক জনাব আব্দুল মান্নান সিদ্দিকী সাহেবকে নামাধারী ইসলাম সেবক উগ্রপন্থীরা গুলি করে হত্যা করে। এটি আহমদীয়া খিলাফতের দ্বিতীয় শতাব্দীর প্রথম শাহাদত। তিনি ৪৬ বছর বয়স্ক একজন যুবক ডাক্তার ছিলেন। তাঁর পিতা জনাব আব্দুর রহমান সিদ্দিকী সাহেবও ডাক্তার ছিলেন। তিনি খলীফাতুল মসীহ্ সানী (রা:)-এর নির্দেশে মিরপুর খাছ এলাকায় বসবাস আরম্ভ করেন। ছেলেকে চিকিৎসায় উচ্চ শিক্ষা লাভের জন্য আমেরিকা পাঠান এবং শিক্ষার পর সেখান থেকে আর্ত মানবতার সেবার

জন্য ফিরিয়ে আনেন। এলাকার সর্বস্তরের মানুষের কাছে শহীদ একজন সর্বজনপ্রিয়, সজ্জন ও সদাহাস্যোজ্জল ব্যক্তি হিসেবে পরিচিত ছিলেন। আমার সাথেও ডাক্তার সাহেবের আন্তরিক সম্পর্ক ছিল। তাঁর পিতার সাথে আমার পিতার ছিল গভীর বন্ধুত্ব আর তিনি ছিলেন আমার সর্বোত্তম সাথীদের একজন। তিনি দীর্ঘ ১৩ বছর জামাতের আমীর হিসেবে কাজ করেছেন। এছাড়া স্থানীয় এবং কেন্দ্রীয় অনেক গুরুত্বপূর্ণপদে অধিষ্ঠিত ছিলেন। একজন বড় মাপের দাঈলাল্লাহ্ এবং আপাদমস্তক খিলাফতের প্রতি ভালবাসায় নিমগ্ন ছিলেন। তার সাথে শত্রুতার মূল কারণ হচ্ছে তবলীগ। তিনি একজন তবলীগ পাগল মানুষ ছিলেন। সবসময় নিজ দায়িত্বে যেরে তবলীগদেরকে কেন্দ্রে নিয়ে আসতেন। কিছুদিন থেকে শত্রুরা তাঁকে হত্যার হুমকী দিয়ে আসছিল কিন্তু তিনি হেসে উড়িয়ে দিতেন, বলতেন দেখা যাবে। শত্রুরা তাঁকে হত্যা করে আহমদীয়াতের তবলীগের পথ রুদ্ধ করে দিয়েছে বলে আত্মপ্রসাদ নিচ্ছে; কিন্তু তারা জানে না ডা: আব্দুল মান্নান শাহাদত বরণ করে পিছনে অগনিত মান্নান রেখে গেছেন। তাঁর মৃত্যুতে ধনি-দরিদ্র সবাই শোকাতুর। সবাই তাঁকে অন্তর দিয়ে ভালবাসতেন শ্রদ্ধা করতেন। তিনি ছিলেন গরীবের বন্ধু। বিনামূল্যে চিকিৎসা সেবাই প্রদান করতেন না বরং গাঁটের পয়সা খরচ করে দরিদ্রদের জন্য ঔষধ-পথ্যেরও ব্যবস্থা করতেন। আল্লাহ্ তাঁর পদমর্যাদা উন্নীত করুন। তিনি বিধবা স্ত্রী, মা এবং দু'সন্তান রেখে গেছেন। ডাক্তার সাহেব তার আমেরিকা প্রবাসী মামাত বোনকে বিয়ে করেছিলেন। তাঁর স্ত্রী'ও স্বামী এবং জামাতের প্রতি একান্ত বিশ্বস্ত ও অনুগত। আল্লাহ্ তা'লা শোক সন্তপ্ত পরিবারকে ধৈর্যের সাথে পরিস্থিতি মোকাবিলা করার তৌফিক দিন।

হুযূর বলেন, ডাক্তার সাহেবের মৃত্যুতে পাকিস্তানের সুশীল সমাজ এবং বিভিন্ন শ্রেণী ও পেশাজীবির মানুষ শোকবার্তা দিয়েছেন। সবাই একবাক্যে একথা স্বীকার করেছেন যে, ডাক্তার সাহেবের মৃত্যু শুধু জামাতে আহমদীয়ার জন্য নয় বরং সিন্ধু প্রদেশের জন্য এক অপূরণীয় ক্ষতি।

এরপর শহীদ করা হয় জামাতের অপর একজন বুয়ুর্গ জনাব শেঠ মুহাম্মদ ইউসুফ সাহেবকে। তিনি নওয়াব শাহ জেলার আমীর ছিলেন। ১৯৬২ সনে প্রেসিডেন্ট হিসেবে জামাতের সেবা আরম্ভ করেন এবং আমৃত্যু বিশ্বস্ততার সাথে নিজ দায়িত্ব পালন করে গেছেন। আপনারা সবাই শহীদদের মাগফিরাত ও তাঁদের শোকসন্তপ্ত পরিবারের ধৈর্যের জন্য দোয়া করুন।

এছাড়া এসব ঘটনায় আহতদের মধ্যে দু'জনের অবস্থা আশংকাজনক। হুযূর উনাদের আশু আরোগ্যের জন্য সবার কাছে দোয়ার আবেদন করেন।

সবশেষে হুযূর বলেন, এই শহীদগণ মৃত্যুকালে আমাদেরকে জানিয়ে গেছেন যে, আমরা মৃত নই বরং জীবিত। কিন্তু হে আহমদীগণ! তোমরা জামাত, হযরত মসীহ্ মওউদ (আ:) এবং আল্লাহ্র সাথে বিশ্বস্ততার সম্পর্ক আরো দৃঢ় করো যাতে অমর জীবনের স্বাদ লাভে ধন্য হতে পারো।

হুযূর বলেন, রমযানে এই নামধারী ইসলাম সেবকরা সোয়াবের নেশায় মত্ত হয়ে বিভিন্ন উগ্রতা ও উম্মত্ততা প্রদর্শন করে। আল্লাহ্ তা'লা এদের শুভবুদ্ধি দিন এবং আমাদেরকে এদের নগ্ন আক্রমণ থেকে রক্ষা করুন।

(প্রাণ্ড সূত্র: কেন্দ্রীয় বাংলা ডেস্ক, লন্ডন)

